



## 66909 - রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়িত্বেরে প্রকারভেদে

### প্রশ্ন

রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়িত্বেরে প্রকারগুলো কি কি?

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যবে কোন ব্যক্তির উপর ইসলামরে শরয়ি দায়িত্ব ৫ ভাগে বিভক্ত। (১) ওয়াজবি (অবশ্য পালনীয়) (২) হারাম (অবশ্য পরহির্য়) (৩) মুস্তাহাব্ব (যা পালন-করা শরয়ে) (৪) মাকরূহ (যা পরহির্ করা শরয়ে) (৫) মুবাহ (যা পালন করা বা পরহির্ করা উভয়টা সমান)। এই ৫ টি হুকুমরে প্রত্যকেটি রোজার ক্ষতেরে প্রযোজ্য। পাঁচটি হুকুমরে প্রত্যকেটির খুঁটনিটি আমরা এখনে আলোচনা করতযে যাব না। বরং সংক্ষেপে যতটুকু উল্লেখ করা যায় সে চেষ্টা করব। এক: ওয়াজবি (ফরজ) রোজা

(১) রমজানরে রোজা

(২) রমজানরে কাযা রোজা

(৩) কাফফারার রোজা (ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা, জহিররে কাফফারা, রমজানে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করার কাফফারা, শপথ ভঙগরে কাফফারা )

(৪) মুতামাত্তে হজ্জ আদায়কারীর রোজা; যদি তিনি কেরবানী করার সামর্থ্য না রাখনে। এর দলীল হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ )

[2] البقرة : 196

“তখন যবে ব্যক্তি হজ্জরে সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশে করবে) যবে কুরবানী সহজলভ্য হয়।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬]

(৫) মান্নতরে রোজা



দুই: মুস্তাহাব রোজা

(১) আশূরার রোজা

(২) আরাফার দিনের রোজা

(৩) প্রতীসপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

(৪) প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখা

(৫) শাওয়াল মাসে ছয় রোজা

(৬) শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোজা রাখা

(৭) মুহাৰ্‌রম মাসে রোজা রাখা

(৮) একদিন রোজা রাখলে, পরের দিন না-রাখা। এটি (নফল) রোজা রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

উপরে উল্লেখিত রোজাগুলোর বধিান হাসান ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এই ওয়েবসাইটে এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

তনি: মাকরূহ রোজা

(১) শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ( متفق عليه )

“আপনারা শুক্রবারে রোজা রাখবেন না। শুক্রবারে রোজা রাখতে চাইলে সাথে আগের দিন অথবা পরের দিনও রোজা রাখবেন।” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

(২) শুধু শনিবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحياء عنبية أو عود شجرة ( )

(. رواه الترمذي ( 744 ) وحسنه وأبو داود ( 2421 ) وابن ماجه ( 1726 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 960 )

“আপনারা ফরজ রোজা ছাড়া শনিবারে কোন রোজা রাখবেন না। এমনকি আপনাদের কণ্ঠে যদি (খাওয়ার জন্য) আঙুর গাছের



বাকল বা গাছের কাণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায় তা সত্বেও।”[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তরিমযী (৭৪৪) এবং হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করেছেন; আবু দাউদ (২৪২১), ইবনে মাজাহ (১৭২৬) এবং আলবানী তাঁর ‘ইরওয়াউল গালীল’(৯৬০) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়তি করেছেন।]

ইমাম তরিমযী বলেন:

“মাকরুহ হওয়ার অর্থ হলো- কোন ব্যক্তির সুনর্দিষ্টভাবে শনিবারে রোজা রাখা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে।” (সমাপ্ত)

চার: হারাম রোজা

(১) ঈদুল ফত্বর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকরে দনিগুলোতে রোজা রাখা। তাশরীক এর দনি হলো- ঈদুল আযহার পরে তনিদনি। (১১, ১২ ও ১৩ জলিহজ্ব)

(২) সন্দহেরে দনি রোজা রাখা

সন্দহেরে দনি: ৩০ শে শাবান; আকাশে মেঘে থাকায় যদি সন্দিগ্ধ নতুন চাঁদ দেখা না যায় তবে সন্দিগ্ধেরে দনি বলা হয়। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে এতে সন্দহেরে কিছু থাকে না।

(৩) হায়জে ও নফিস অবস্থায় রোজা রাখা।

পাঁচ: মুবাহ রোজা

যে রোজা উপরে উল্লেখিত চার প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে মুবাহ (বধৈ) হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যে দিনেরে রোজা রাখার ব্যাপারে সুনর্দিষ্ট কোন আদেশ বা নিষেধ বর্ণিত হয়নি। যমেন মঙ্গল ও বুধবারে রোজা পালন। যদিও সাধারণভাবে যে কোন সময় নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব ইবাদত।

দখুন: আল-মাওসুআহআল-ফকিবহয়িয়াহ (ফকিবহী বশ্বকোষ) (২৮/১০-১৯), আশ-শারহুল- মুমত্আহ (৬/৪৫৭-৪৮৩)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।